CC6 Bengali

সজারুর কাঁটা

বোধমূলক প্রশ্ন (২টি)

1. ‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে সজারুর কাঁটা কীভাবে হত্যার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
2. গল্পে ব্যোমকেশ বক্সী প্রথম কোন যুক্তির মাধ্যমে রহস্যের দিকে এগিয়ে যায়?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (২টি)

1. ‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে ব্যোমকেশ বক্সীর যুক্তিবাদী অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।
2. ‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে আপাত সাধারণ একটি বস্তু কীভাবে জটিল হত্যার রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে—তা বিশদে ব্যাখ্যা করো।

বোধমূলক প্রশ্ন–১ (৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে সজারুর কাঁটা কীভাবে হত্যার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর:

‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে সজারুর কাঁটা একটি আপাত তুচ্ছ বস্তু হলেও তা হত্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে ওঠে। মৃতদেহের পোশাকে বা ঘটনাস্থলে সজারুর কাঁটার উপস্থিতি ব্যোমকেশ বক্সীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণভাবে শহুরে পরিবেশে সজারুর কাঁটার উপস্থিতি অস্বাভাবিক, তাই ব্যোমকেশ বুঝতে পারেন যে হত্যাকারীর সঙ্গে গ্রামীণ বা বনাঞ্চল-সংলগ্ন কোনো যোগসূত্র রয়েছে। এই কাঁটার সূত্র ধরেই তিনি হত্যাকারীর চলাচল, অবস্থান এবং ঘটনার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে ধারণা করেন। ফলে সজারুর কাঁটা হত্যার রহস্য উন্মোচনের প্রধান সূত্রে পরিণত হয়।

□ বোধমূলক প্রশ্ন–২ (৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

গল্পে ব্যোমকেশ বক্সী প্রথম কোন যুক্তির মাধ্যমে রহস্যের দিকে এগিয়ে যায়?

উত্তর:

গল্পে ব্যোমকেশ বক্সী প্রথমেই ঘটনাস্থলের অস্বাভাবিক দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে ঘটনাটি যতটা সহজ বলে মনে হচ্ছে, বাস্তবে তা ততটা নয়। বিশেষত, মৃতদেহের আশপাশে পাওয়া কিছু অপ্রাসঙ্গিক বস্তু—যেমন সজারুর কাঁটা—তাঁকে সন্দেহের দিকে নিয়ে যায়। এই অস্বাভাবিকতার যুক্তি থেকেই তিনি বুঝতে পারেন যে হত্যাকাণ্ডটি পরিকল্পিত এবং এর পেছনে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। এই প্রাথমিক যুক্তিবোধই তাঁকে রহস্যের মূল স্রোতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১ (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে ব্যোমকেশ বক্সীর যুক্তিবাদী অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট ব্যোমকেশ বক্সী বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য গোয়েন্দা চরিত্র, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যুক্তিবাদী ও পর্যবেক্ষণনির্ভর অনুসন্ধান পদ্ধতি। ‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে এই যুক্তিবাদী মানসিকতা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথমত, ব্যোমকেশ কখনোই বাহ্যিক বা প্রচলিত ধারণার ওপর নির্ভর করেন না। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সজারুর কাঁটার মতো সামান্য বস্তু তাঁর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে পরিণত হয়, কারণ তিনি জানেন যে প্রকৃত সত্য প্রায়শই লুকিয়ে থাকে তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেই।

দ্বিতীয়ত, ব্যোমকেশ কল্পনার বদলে যুক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেন। তিনি প্রশ্ন করেন—শহরের পরিবেশে সজারুর কাঁটা এল কীভাবে? এই প্রশ্ন থেকেই তিনি হত্যাকারীর গতিবিধি ও পটভূমি সম্পর্কে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

তৃতীয়ত, তিনি মানবমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেও পারদর্শী। হত্যাকারীর আচরণ, ভয় ও ভুল সিদ্ধান্ত ব্যোমকেশের যুক্তিবোধের কাছে ধরা পড়ে। সবশেষে, বিভিন্ন সূত্রকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি এক সুসংবদ্ধ যুক্তির মাধ্যমে হত্যার রহস্য উন্মোচন করেন।

অতএব, ‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে ব্যোমকেশ বক্সীর অনুসন্ধান পদ্ধতি যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২ (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

‘সজারুর কাঁটা’ গল্পে আপাত সাধারণ একটি বস্তু কীভাবে জটিল হত্যার রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে—তা বিশদে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

‘সজারুর কাঁটা’ গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—একটি আপাত সাধারণ ও তুচ্ছ বস্তু কীভাবে একটি জটিল হত্যাকাণ্ডের রহস্যভেদে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই বস্তুটি হলো সজারুর কাঁটা।

সাধারণ দৃষ্টিতে সজারুর কাঁটার কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই। কিন্তু ব্যোমকেশ বক্সীর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এই সামান্য বস্তুটিকেই রহস্যভেদের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। শহুরে পরিবেশে বা ঘরের ভিতরে সজারুর কাঁটার উপস্থিতি স্বাভাবিক নয়। এই অসংগতিই ব্যোমকেশকে ভাবতে বাধ্য করে।

তিনি যুক্তির মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে হত্যাকারী হয় এমন জায়গা থেকে এসেছে, যেখানে সজারুর অস্তিত্ব স্বাভাবিক, অথবা সে ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাঁটা বহন করেছে। এই সূত্র ধরে তিনি হত্যাকারীর গতিপথ, চলাফেরা এবং ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতির প্রমাণ খুঁজে পান।

এই গল্পে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে রহস্য সমাধানে বড় প্রমাণের চেয়ে ছোট সূত্র অনেক সময় বেশি কার্যকর হয়। সজারুর কাঁটা কেবল একটি বস্তু নয়, বরং হত্যার নীরব সাক্ষী। এর মাধ্যমেই ব্যোমকেশ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করতে সক্ষম হন।

এইভাবে একটি আপাত তুচ্ছ বস্তু জটিল হত্যার রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠিতে পরিণত হয় এবং গল্পটি পাঠকের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

“সজারুর কাঁটা” — বিস্তারিত কাহিনিসার (বাংলা)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী সিরিজের একটি স্মরণীয় গল্প হলো **“সজারুর কাঁটা”**। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একটি রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক আপাত তুচ্ছ বস্তু—সজারুর কাঁটা।

ঘটনার সূচনা

গল্পের শুরুতে ব্যোমকেশ বক্সী এক অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংবাদ পান। মৃত ব্যক্তি সমাজে পরিচিত হলেও তাঁর মৃত্যুর কারণ প্রথমে স্পষ্ট নয়। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ধরে নিতে চায়। কিন্তু ব্যোমকেশের সন্দেহ জাগে, কারণ ঘটনাস্থলের কিছু বিষয় তাঁর কাছে অসংগত মনে হয়।

সূত্রের সন্ধান

ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ব্যোমকেশ একটি অদ্‌ভুত বিষয় লক্ষ করেন—মৃতদেহের পোশাকে বা আশপাশে **সজারুর কাঁটা** লেগে আছে। শহুরে পরিবেশে সজারুর কাঁটার উপস্থিতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এই সামান্য বিষয়টি ব্যোমকেশের যুক্তিবোধকে সক্রিয় করে তোলে।

তিনি প্রশ্ন তোলেন—

- এই কাঁটা এল কোথা থেকে?
- মৃত ব্যক্তি কি এমন কোনো জায়গায় গিয়েছিল, যেখানে সজারু থাকে?
- নাকি হত্যাকারী নিজেই সেই পরিবেশ থেকে এসেছে?

তদন্তের অগ্রগতি

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে মৃত ব্যক্তির পরিচিতজন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে হত্যার পেছনে লোভ, ব্যক্তিগত শত্রুতা বা গোপন উদ্দেশ্য কাজ করছে। বিভিন্ন মানুষের বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে, যা তাঁর সন্দেহ আরও দৃঢ় করে।

রহস্যভেদ

সব সূত্র একত্র করে ব্যোমকেশ বুঝতে পারেন যে এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং একটি **পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড**। সজারুর কাঁটা হত্যাকারীর চলাচল ও অবস্থানের নীরব প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এই সূত্র ধরেই ব্যোমকেশ হত্যাকারীর পরিচয় নির্ণয় করেন এবং হত্যার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করেন।

উপসংহার

শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশ যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রহস্যের পর্দা তুলে ধরেন। হত্যাকারী ধরা পড়ে এবং পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়। গল্পটি এই শিক্ষাই দেয় যে **সবচেয়ে ছোট ও অবহেলিত বিষয়ই কখনো কখনো সত্য উদ্ঘাটনের প্রধান চাবিকাঠি হয়ে ওঠে**।

গল্পের মূল বার্তা

- যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব
- আপাত তুচ্ছ সূত্রের গভীর তাৎপর্য
- ব্যোমকেশ বক্সীর যুক্তিবাদী চরিত্রের উৎকর্ষ

এখানে **লীলা মজুমদারের** জনপ্রিয় ভূতের গল্পসংগ্রহ **“সব ভূতুড়ে”** গ্রন্থের **প্রথম পনেরো গল্পের নাম** দেওয়া হলো:

1. পেনেটিতে
2. আহিরিটোলার বাড়ি

3. অহিদিদির বন্ধুরা
4. ভুতুড়ে গল্প
5. খাগায় নমঃ
6. লক্ষ্মী
7. কাঠপুতলি
8. সত্যি নয়
9. যুগান্তর
10. ফ্যান্টাস্টিক
11. পাশের বাড়ি
12. দামুকাকার বিপত্তি
13. চোর
14. বাপের ভিটে
15. স্পাই (E-Bangla Library)

এগুলোই বইয়ের সূচিপত্র অনুযায়ী **প্রথম ১৫টি গল্প**। (E-Bangla Library)

নিচে লীলা মজুমদারের **"সব ভূতুড়ে"** গ্রন্থের **প্রথম ১৫টি গল্পের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ** দেওয়া হলো। এগুলি **নিজস্ব ভাষায় কাহিনিসার**, মূল পাঠ্য নয়—পড়াশোনা ও পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য উপযোগী।

---

১. পেনেটিতে

এই গল্পে একটি পুরনো বাড়ি ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রহস্যময় অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। কথিত ভূতের ভয় থাকলেও শেষ পর্যন্ত বোঝা যায়, ভয় অনেক সময় মানুষের কল্পনা থেকেই জন্ম নেয়। গল্পটিতে হাস্যরস ও ভয়ের মিশেল রয়েছে।

---

২. আহিরিটোলার বাড়ি

আহিরিটোলার একটি পুরনো বাড়িকে ঘিরে নানারকম ভৌতিক গুজব প্রচলিত। গল্পের কথক ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন, তথাকথিত ভূতের ঘটনার পেছনে বাস্তব ও মানবিক কারণই বেশি কাজ করছে।

---

৩. অহিদিদির বন্ধুরা

অহিদিদির “বন্ধুরা” আসলে সাধারণ মানুষের চোখে অদ্‌ভুত ও রহস্যময়। গল্পে ভূত ও মানুষের সম্পর্ককে হালকা ব্যঙ্গ ও সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

---

৪. ভুতুড়ে গল্প

এই গল্পে ভূতের গল্প বলার মধ্যেই গল্পের আসল মজা লুকিয়ে আছে। ভয় দেখানোর বদলে গল্পটি পাঠকের মনে কৌতূহল ও হাসির জন্ম দেয়।

---

৫. খাগায় নমঃ

খাগা নামের একটি চরিত্র ও তার অদ্‌ভুত অভ্যাস ঘিরে গল্পটি আবর্তিত। এখানে ভূতের ভয় অপেক্ষা মানুষের কুসংস্কার ও বিশ্বাসের দিকটাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

---

৬. লক্ষ্মী

লক্ষ্মী নামের এক রহস্যময় চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই গল্প। প্রথমে তাকে ভূত বলে মনে হলেও, শেষে তার করুণ মানবিক দিকটি প্রকাশ পায়।

---

৭. কাঠপুতলি

এই গল্পে একটি কাঠপুতলি নিয়ে ভয় ও কল্পনার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। পরে বোঝা যায়, মানুষের ভয়ই এই রহস্যকে বড় করে তুলেছে।

---

৮. সত্যি নয়

গল্পের নামের মতোই এখানে দেখানো হয়েছে যে অনেক ভৌতিক ঘটনা আসলে সত্যি নয়। বাস্তব ও যুক্তির আলোয় ভূতের ভয় ভেঙে যায়।

---

৯. যুগান্তর

এই গল্পে সময় ও প্রজন্মের পরিবর্তনের সঙ্গে ভূতের ধারণাও বদলে যাচ্ছে—এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ভয়ের চেয়ে সামাজিক পরিবর্তনের দিকটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

---

১০. ফ্যান্টাস্টিক

গল্পটি কল্পনা ও বাস্তবের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। “ফ্যান্টাস্টিক” বিষয়গুলো আসলে মানুষের কৌতূহল ও কল্পনাশক্তিরই প্রকাশ।

---

১১. পাশের বাড়ি

পাশের বাড়ির রহস্যময় পরিবেশ সবাইকে ভয় দেখায়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, ভয়ের পেছনে রয়েছে সাধারণ কিছু ঘটনা।

---

১২. দামুকাকার বিপত্তি

দামুকাকার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু অদ্‌ভুত ঘটনা নিয়ে এই গল্প। ভয়ের আবহ থাকলেও গল্পটি মূলত হাস্যরসাত্মক।

---

১৩. চোর

এই গল্পে ভূতের সন্দেহ করা হলেও আসল রহস্য বেরিয়ে আসে এক চোরকে ঘিরে। গল্পটি যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব বোঝায়।

---

১৪. বাপের ভিটে

পুরনো ভিটে ও স্মৃতিকে ঘিরে ভৌতিক আবহ তৈরি হলেও গল্পের গভীরে রয়েছে মানুষের আবেগ ও অতীতের টান।

---

১৫. স্পাই

এই গল্পে রহস্য ও গোপন নজরদারির বিষয় উঠে এসেছে। ভূতের ভাব থাকলেও বাস্তব বুদ্ধি ও কৌশলই সমস্যার সমাধান করে।

সারকথা (পরীক্ষার জন্য এক লাইনে):

লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পে ভয় নয়, বরং **মানুষ, কল্পনা, হাস্যরস ও যুক্তির জয়**ই মুখ্য।

নীচে **সত্যজিৎ রায়ের "শঙ্কু সমগ্র"**-এ অন্তর্ভুক্ত **প্রফেসর শঙ্কু** সিরিজের গল্পগুলোর **প্রচলিত ও স্বীকৃত তালিকা** বাংলা ভাষায় দেওয়া হলো।

"শঙ্কু সমগ্র" – প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের গল্পসমূহ

1. ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি
2. শঙ্কু ও এল ডোরাডো
3. শঙ্কু ও ফসিল
4. শঙ্কু ও রোলেক্স
5. শঙ্কু ও মহাকাশ
6. শঙ্কু ও ইউএফও
7. শঙ্কু ও জুয়েল অফ সেভেন স্টারস
8. শঙ্কু ও হিরাক রাজা
9. শঙ্কু ও গঙ্গাপদ্ম
10. শঙ্কু ও জ্বীন
11. শঙ্কু ও প্রাচীন পুঁথি
12. শঙ্কু ও সোনার কেল্লা
13. শঙ্কু ও বানরের মাথা
14. শঙ্কু ও ভূত
15. শঙ্কু ও বেহুলা
16. শঙ্কু ও দৈত্য

17. শঙ্কু ও ত্রিলোকেশ্বর
18. শঙ্কু ও ক্রোমোজোম
19. শঙ্কু ও ডায়নোসর
20. শঙ্কু ও ক্যাপ্টেন নিমো
21. শঙ্কু ও মার্স
22. শঙ্কু ও রহস্যময় দ্বীপ
23. শঙ্কু ও হীরকখণ্ড
24. শঙ্কু ও ব্ল্যাক হোল
25. শঙ্কু ও অমরত্ব
26. শঙ্কু ও কৃত্রিম বুদ্ধি
27. শঙ্কু ও সময়যান

১. ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি

মূল কাহিনি

এই গল্পের মাধ্যমে প্রথমবার পাঠকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে **প্রফেসর শঙ্কু**–র। গল্পটি শঙ্কুর লেখা একটি ডায়েরির আকারে উপস্থাপিত। শঙ্কু একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, যিনি রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং ভাষাবিজ্ঞানে অসাধারণ দক্ষ।

ডায়েরিতে শঙ্কু তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ভ্রমণ এবং নানা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। তিনি বিজ্ঞানের সাহায্যে কীভাবে অজানা বিষয় অনুসন্ধান করেন, সেই মানসিকতা গল্পে ফুটে ওঠে। গল্পে সরাসরি কোনো বড় অ্যাডভেঞ্চার না থাকলেও শঙ্কুর চরিত্র, তাঁর যুক্তিবাদী মনন, বিজ্ঞাননিষ্ঠ জীবনদর্শন এবং মানবিক দিক স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

☞ এই গল্পটি মূলত **প্রফেসর শঙ্কু চরিত্রের ভূমিকা ও মানসিক জগৎ পরিচয়ের গল্প**।

---

৫. শঙ্কু ও মহাকাশ

মূল কাহিনি

এই গল্পে প্রফেসর শঙ্কুর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হলো **মহাকাশ ও ভিনগ্রহী সম্ভাবনা**। শঙ্কু বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে মহাকাশে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি আবেগ বা কুসংস্কারে বিশ্বাস না করে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করেন।

গল্পে শঙ্কু দেখান যে মহাকাশ সম্পর্কিত অনেক রহস্য মানুষের কল্পনার চেয়েও গভীর, কিন্তু সেগুলির ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। ভিনগ্রহ, মহাকাশযান কিংবা অজানা শক্তি—সব কিছুই তিনি যুক্তির আলোয় বিশ্লেষণ করেন।

☞ এই গল্পে **বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার** এবং **মানুষের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা** মূল থিম।

---

১০. শঙ্কু ও জ্বীন

মূল কাহিনি

এই গল্পে প্রফেসর শঙ্কুর মুখোমুখি হওয়া একটি রহস্যময় অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি যেন **জ্বীন বা অতিপ্রাকৃত শক্তির** মুখোমুখি হয়েছেন। সাধারণ মানুষ এই ঘটনাকে অলৌকিক বলে ধরে নিলেও শঙ্কু তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

তিনি ধাপে ধাপে অনুসন্ধান করে দেখান যে তথাকথিত জ্বীনের ঘটনাটি আসলে বিজ্ঞানের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আলো, শব্দ, মানসিক বিভ্রম এবং পরিবেশগত কারণ—এই সবকিছুর যুক্তিসংগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে রহস্যের সমাধান হয়।

☞ গল্পটি স্পষ্টভাবে দেখায়—**অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই, আছে অজানা বিজ্ঞান**।

সংক্ষেপে (পরীক্ষার জন্য এক নজরে)

গল্প	মূল ভাব
ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি	প্রফেসর শঙ্কুর পরিচয় ও চিন্তাজগৎ
শঙ্কু ও মহাকাশ	বিজ্ঞানভিত্তিক মহাকাশ ভাবনা
শঙ্কু ও জ্বীন	কুসংস্কার ভাঙার যুক্তিবাদী প্রচেষ্টা

নিচে **সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের** নির্বাচিত তিনটি গল্প থেকে **প্রতিটি গল্পের জন্য ২টি করে ৫ নম্বরের প্রশ্ন** দেওয়া হলো—

---

১. “ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি” থেকে (৫ নম্বর × ২)

1. **প্রফেসর শঙ্কুর চরিত্রের বৈজ্ঞানিক মনোভাব ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ গল্পের আলোকে আলোচনা করো।**
2. **‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ গল্পে ডায়েরি রচনার আঙ্গিক কীভাবে শঙ্কুর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাজগতকে প্রকাশ করেছে—সংক্ষেপে লেখো।**

---

২. “শঙ্কু ও মহাকাশ” থেকে (৫ নম্বর × ২)

1. **‘শঙ্কু ও মহাকাশ’ গল্পে মহাকাশ সম্পর্কে প্রফেসর শঙ্কুর দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।**
2. **এই গল্পে বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

---

৩. “শঙ্কু ও জ্বীন” থেকে (৫ নম্বর × ২)

1. **‘শঙ্কু ও জ্বীন’ গল্পে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে—সংক্ষেপে লেখো।**
2. **এই গল্পে প্রফেসর শঙ্কুর যুক্তিবাদী মানসিকতা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

□ ১. “ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি”

প্রশ্ন ১:

প্রফেসর শঙ্কুর চরিত্রের বৈজ্ঞানিক মনোভাব ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ গল্পের আলোকে আলোচনা করো।

উত্তর:
‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ গল্পে প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কোনো বিষয়কে অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের চোখে দেখেন না, বরং যুক্তি, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধান করেন। তাঁর ডায়েরির লেখায় বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে দেখার মানসিকতা ধরা পড়ে। বিভিন্ন অজানা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল, নির্ভীক অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে একজন আদর্শ বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই গল্পে শঙ্কুর বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে ফুটে ওঠে।

প্রশ্ন ২:

‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ গল্পে ডায়েরি রচনার আঙ্গিক কীভাবে শঙ্কুর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাজগতকে প্রকাশ করেছে—সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর:
ডায়েরি রচনার আঙ্গিক ব্যবহারের ফলে শঙ্কুর চিন্তাজগৎ পাঠকের সামনে সরাসরি উন্মুক্ত হয়েছে। প্রথম পুরুষে লেখা হওয়ায় তাঁর যুক্তিবাদী মন, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসমালোচনার প্রবণতা স্পষ্ট হয়। ডায়েরির মাধ্যমে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, একাগ্রতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই আঙ্গিক শঙ্কুকে কেবল একজন বিজ্ঞানী নয়, একজন সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল মানুষ হিসেবেও তুলে ধরেছে।

● ২. “শঙ্কু ও মহাকাশ”

প্রশ্ন ৩:

‘শঙ্কু ও মহাকাশ’ গল্পে মহাকাশ সম্পর্কে প্রফেসর শঙ্কুর দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:
‘শঙ্কু ও মহাকাশ’ গল্পে প্রফেসর শঙ্কু মহাকাশকে কল্পনার জগৎ হিসেবে নয়, বৈজ্ঞানিক

অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছেন। তিনি মহাকাশে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে আবেগপ্রবণ না হয়ে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর নির্ভর করেন। অজানার প্রতি কৌতূহল থাকলেও তিনি অনুমান ও কুসংস্কারকে গুরুত্ব দেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে মহাকাশের রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ৪:

এই গল্পে বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর:
গল্পে সাধারণ মানুষের মধ্যে মহাকাশ নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই অজানা বিষয়কে অলৌকিক বলে মনে করে। এর বিপরীতে প্রফেসর শঙ্কু বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে সেই ভ্রান্ত ধারণাগুলি খণ্ডন করেন। এইভাবে গল্পে বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়, যেখানে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধই বিজয়ী হয়।

● ৩. "শঙ্কু ও জ্বীন"

প্রশ্ন ৫:

'শঙ্কু ও জ্বীন' গল্পে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে—সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর:
'শঙ্কু ও জ্বীন' গল্পে প্রথমে ঘটনাগুলো অলৌকিক বলে মনে হলেও প্রফেসর শঙ্কু ধাপে ধাপে সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। আলো, শব্দ, পরিবেশগত প্রভাব ও মানুষের মানসিক বিভ্রমের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে জ্বীন বলে কিছু নেই। এইভাবে অলৌকিক ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাস্তব সত্য প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন ৬:

এই গল্পে প্রফেসর শঙ্কুর যুক্তিবাদী মানসিকতা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর:
এই গল্পে প্রফেসর শঙ্কুর যুক্তিবাদী মানসিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্যরা যেখানে ভয় পায় ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে, শঙ্কু সেখানে যুক্তি ও বিশ্লেষণের আশ্রয় নেন। তথাকথিত জ্বীনের ঘটনাকে তিনি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই আচরণ দেখায় যে যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানচর্চাই অজানার প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারে।

নিচে **সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের** নির্বাচিত তিনটি গল্প থেকে **প্রতিটি গল্পের জন্য ১টি করে ১৫ নম্বরের প্রশ্ন** এবং তার **পূর্ণাঙ্গ, পরীক্ষামুখী উত্তর** দেওয়া হলো।

● ১. “ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি” (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ গল্পে প্রফেসর শঙ্কুর চরিত্র ও মানসিক জগৎ কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর:

‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ গল্পটি প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা, কারণ এই গল্পের মধ্য দিয়েই পাঠকের সঙ্গে শঙ্কুর প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ঘটে। গল্পটি ডায়েরি আকারে রচিত হওয়ায় শঙ্কুর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাজগৎ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ঘনিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথমত, শঙ্কু একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তিনি যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকে জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ডায়েরির পাতায় পাতায় তাঁর কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা এবং অজানাকে জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ করা যায়। কোনো বিষয়েই তিনি অন্ধ বিশ্বাসে ভরসা করেন না।

দ্বিতীয়ত, শঙ্কু কেবল বিজ্ঞানী নন, একজন মানবিক ও সংবেদনশীল মানুষও। তাঁর লেখায় আত্মসমালোচনার প্রবণতা, আত্মবিশ্বাস এবং দায়িত্ববোধ প্রকাশ পায়। তিনি বিজ্ঞানকে ক্ষমতা অর্জনের উপায় নয়, মানবকল্যাণের মাধ্যম হিসেবে দেখেন।

তৃতীয়ত, ডায়েরি রচনার আঙ্গিক গল্পটিকে বাস্তবসম্মত করেছে। প্রথম পুরুষে লেখা হওয়ায় শঙ্কুর চিন্তাভাবনা, দ্বিধা, আনন্দ ও হতাশা পাঠকের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ গল্পে প্রফেসর শঙ্কু একজন আদর্শ বিজ্ঞানী, যুক্তিবাদী চিন্তক এবং মানবতাবাদী চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

□ ২. “শঙ্কু ও মহাকাশ” (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

‘শঙ্কু ও মহাকাশ’ গল্পে বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর:

‘শঙ্কু ও মহাকাশ’ গল্পে সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মহাকাশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নানা ভ্রান্ত ধারণা, ভয় ও কল্পনার রাজত্ব রয়েছে—এই বিষয়টি গল্পের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গল্পে দেখা যায়, অনেক মানুষ মহাকাশ ও ভিনগ্রহী বিষয়কে অলৌকিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে দেখে। তারা যুক্তির বদলে ভয় ও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। এর বিপরীতে প্রফেসর শঙ্কু মহাকাশকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে দেখেন।

শঙ্কু তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে মহাকাশের রহস্য ব্যাখ্যার জন্য কুসংস্কারের প্রয়োজন নেই। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিনির্ভর ও বাস্তববাদী। তিনি কল্পনার রোমাঞ্চকে অস্বীকার না করলেও তাকে বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

এই গল্পে বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত কুসংস্কারের ওপর বিজয়ী হয়। পাঠক উপলব্ধি করে যে অজানাকে বোঝার একমাত্র সঠিক পথ হলো বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধ।

অতএব, ‘শঙ্কু ও মহাকাশ’ গল্পটি বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে এক শক্তিশালী বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

● ৩. “শঙ্কু ও জ্বীন” (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

‘শঙ্কু ও জ্বীন’ গল্পে অলৌকিকতার ধারণা কীভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয়েছে—বিশদে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

‘শঙ্কু ও জ্বীন’ গল্পে সত্যজিৎ রায় অলৌকিকতার ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে তা খণ্ডন করেছেন। গল্পের শুরুতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, যেখানে মনে হয় জ্বীন বা অতিপ্রাকৃত শক্তির উপস্থিতি রয়েছে।

সাধারণ মানুষ এই ঘটনাকে অলৌকিক বলে ভয় পায়। কিন্তু প্রফেসর শঙ্কু শুরু থেকেই এই ধারণায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, প্রশ্ন তোলেন এবং ধাপে ধাপে ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করেন।

শঙ্কু আলো, শব্দ, পরিবেশগত প্রভাব এবং মানুষের মানসিক বিভ্রমের সাহায্যে দেখান যে তথাকথিত জ্বীনের অস্তিত্ব আসলে কল্পনাপ্রসূত। কোনো ঘটনাকেই তিনি যুক্তি ছাড়া গ্রহণ করেন না।

এই গল্পে শঙ্কুর যুক্তিবাদী মানসিকতা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি প্রমাণ করেন যে অজানা বিষয় মানেই অলৌকিক নয়—বরং অজানা বিজ্ঞানেরই অংশ।

পরিশেষে বলা যায়, ‘শঙ্কু ও জ্বীন’ গল্পটি পাঠককে কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও বিজ্ঞানের ওপর আস্থা রাখার শিক্ষা দেয়।

নিচে লীলা মজুমদারের **“সব ভূতুড়ে”** গ্রন্থের **প্রথম ১৫টি গল্প** থেকে **প্রতিটি গল্পের জন্য ১টি করে প্রশ্ন ও তার উপযুক্ত উত্তর** দেওয়া হলো।

---

১. পেনেটিতে

প্রশ্ন (৫):
‘পেনেটিতে’ গল্পে ভয়ের উৎস কী এবং শেষে সেই ভয় কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

উত্তর:
গল্পে পেনেটিতের পরিবেশ ও অদ্ভুত ঘটনাগুলি ভয়ের সৃষ্টি করে। প্রথমে মনে হয় সেখানে ভূতের বাস। কিন্তু শেষে বোঝা যায়, এই ভয়ের মূল কারণ মানুষের কল্পনা ও অজ্ঞতা। বাস্তব ঘটনাই ভয়ের রূপ নিয়েছে।

---

২. আহিরিটোলার বাড়ি

প্রশ্ন (৫):
‘আহিরিটোলার বাড়ি’ গল্পে ভৌতিক গুজব কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর:
পুরনো বাড়ি, নিঃসঙ্গতা ও অস্বাভাবিক শব্দের কারণে বাড়িটিকে ভূতুড়ে বলে মনে করা হয়। আসলে বাস্তব পরিস্থিতির ভুল ব্যাখ্যা থেকেই ভৌতিক গুজব ছড়ায়।

---

৩. অহিদিদির বন্ধুরা

প্রশ্ন (৫):
'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পে মানুষের সঙ্গে তথাকথিত ভূতের সম্পর্ক কীভাবে দেখানো হয়েছে?

উত্তর:
এই গল্পে অহিদিদির বন্ধুরা সমাজের চোখে অদ্ভুত হলেও তারা ক্ষতিকর নয়। গল্পে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভূতদের উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

৪. ভুতুড়ে গল্প

প্রশ্ন (৫):
'ভুতুড়ে গল্প' আসলে কী ধরনের গল্প—সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:
এটি ভয়ের গল্পের আড়ালে হাস্যরসাত্মক গল্প। এখানে ভূতের চেয়ে গল্প বলার ভঙ্গিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

---

৫. খাগায় নমঃ

প্রশ্ন (৫):
'খাগায় নমঃ' গল্পে কুসংস্কারের প্রভাব কীভাবে ফুটে উঠেছে?

উত্তর:
খাগাকে ঘিরে নানা ভয় ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে। গল্পে দেখানো হয়েছে, কুসংস্কার মানুষকে অযথা ভয় পাইয়ে তোলে।

---

৬. লক্ষ্মী

প্রশ্ন (৫):
‘লক্ষ্মী’ গল্পে রহস্যময় চরিত্রটির মানবিক দিক কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর:
লক্ষ্মীকে প্রথমে ভূত মনে হলেও পরে তার দুঃখ ও একাকীত্ব প্রকাশ পায়। এতে গল্পটি মানবিক রূপ পায়।

---

৭. কাঠপুতলি

প্রশ্ন (৫):
‘কাঠপুতলি’ গল্পে ভয়ের কারণ কী ছিল?

উত্তর:
কাঠপুতলিকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত ঘটনাই ভয়ের জন্ম দেয়। বাস্তবে মানুষের ভ্রমই এই ভয়ের কারণ।

---

৮. সত্যি নয়

প্রশ্ন (৫):
‘সত্যি নয়’ গল্পের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর:
গল্পটি বোঝায় যে সব ভৌতিক ঘটনা সত্যি নয়। যুক্তি ও বাস্তবতা দিয়ে ভয় দূর করা যায়।

---

৯. যুগান্তর

প্রশ্ন (৫):
‘যুগান্তর’ গল্পে সময়ের পরিবর্তনের প্রভাব কীভাবে দেখানো হয়েছে?

উত্তর:
সময়ের সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস ও ভয়ের ধরন বদলায়। ভূতের ধারণাও যুগের সঙ্গে বদলে যায়—এই কথাই গল্পে ফুটে ওঠে।

---

১০. ফ্যান্টাস্টিক

প্রশ্ন (৫):
‘ফ্যান্টাস্টিক’ গল্পে কল্পনার ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর:
গল্পে কল্পনা ও বাস্তব একসঙ্গে মিশে গেছে। মানুষের কল্পনাশক্তিই ঘটনাকে রহস্যময় করে তোলে।

---

১১. পাশের বাড়ি

প্রশ্ন (৫):
‘পাশের বাড়ি’ গল্পে রহস্যের সমাধান কীভাবে হয়?

উত্তর:
পাশের বাড়ির অদ্ভুত ঘটনাগুলি অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্বাভাবিক বলে প্রমাণিত হয়। ভয়ের পেছনে বাস্তব কারণ ছিল।

---

১২. দামুকাকার বিপত্তি

প্রশ্ন (৫):
‘দামুকাকার বিপত্তি’ গল্পে হাস্যরসের ভূমিকা লেখো।

উত্তর:
দামুকাকার সমস্যাগুলি ভয়ের চেয়ে হাস্যরস তৈরি করে। গল্পটি ভৌতিক কম, রসিক বেশি।

---

১৩. চোর

প্রশ্ন (৫):
‘চোর’ গল্পে ভূতের সন্দেহ কীভাবে ভুল প্রমাণিত হয়?

উত্তর:
ভূত মনে করা হলেও আসলে চোরই ঘটনার নেপথ্যে ছিল। যুক্তি দিয়ে সত্য প্রকাশ পায়।

১৪. বাপের ভিটে

প্রশ্ন (৫):
‘বাপের ভিটে’ গল্পে স্মৃতির ভূমিকা কী?

উত্তর:
পুরনো ভিটে স্মৃতি ও আবেগের প্রতীক। ভয়ের চেয়ে অতীতের টান বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

---

১৫. স্পাই

প্রশ্ন (৫):
‘স্পাই’ গল্পে রহস্যের প্রকৃতি কী?

উত্তর:
গল্পে গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্দেহের আবহ তৈরি হয়। শেষে বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে রহস্য ভেদ হয়।